দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৪ (পৃঃ ০৩)

গোল্ডেন রাইসে বীজের অধিকার হারাবে কৃষক, বাড়বে স্বাস্থ্যঝুঁকি

পরিবেশবাদী পাঁচ সংগঠনের সংবাদ সম্মেলনে উদ্বেগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কোনো রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া শুধু অনুমানের ভিত্তিতে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড (জিএম) ধান বা গোল্ডেন রাইসের অনুমোদনে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা করছে পরিবেশবাদী পাঁচটি সংগঠন। তারা বলছে, এতে ধানের বীজের ওপর থেকে কৃষক অধিকার হারাবে। বীজের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলোর হাতে। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে 'জিএম শস্য গোল্ডেন রাইস এবং বিটি বেগুন : বাংলাদেশে প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের নিরসন জরুরি' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ উদ্বেগের কথা জানানো হয়। সংগঠনগুলো হচ্ছে- বেলা, উবিনীগ, জিএমও বিরোধী মোর্চা, নয়াকৃষি আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বীজ বিস্তার ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. এম এ সোবহান, নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম ও জিএমও বিরোধী মোর্চার চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা।

ফরিদা আখতার বলেন, সারা দেশে ব্রি ২৯ প্রজাতির ধান কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। এ প্রজাতির ধানের মধ্যে ভুট্টার জিন ঢুকিয়ে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ধানের ভেতর ভিটামিন এ থাকবে বলে দাবি করা হয়। তবে এটি অনুমাননির্ভর। যার মেধাস্বত্ব রয়েছে সিনজেনটা নামের একটি বহুজাতিক বীজ কোম্পানির কাছে। এ গোল্ডেন রাইস নিয়ে সারা বিশ্বে বিতর্ক রয়েছে। তাই ফিলিপাইনে এর অনুমোদন বাতিল হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের কোথাও অনুমোদন না পেলেও বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইসের অনুমোদনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এমন অনুমোদনের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি বাংলাদেশে জনপ্রিয় একটি জাতের ধানের বীজের অধিকার হারাবে কৃষক।

জেনেটিক্যালি মোডিফাইড বিটি বেগুনের বিষয়ে ফরিদা আখতার বলেন, এর আগে ২০১৩ সালে সাতটি শর্ত সাপেক্ষে বিটি বেগুনের অনুমোদন দেওয়া হলেও শর্তগুলো মানা হচ্ছে না। নানা পদক্ষেপ সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যে এমন বীজ জনপ্রিয়তা পায়নি। তাই কোনো অবস্থাতেই দেশে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। কীটনাশক ও অতিরিক্ত সার ব্যবহারের কারণে প্রতি বছর ২ থেকে ৩ লাখ ক্যানসার রোগী ধরা পড়ছে। জিএম পণ্য এমন স্বাস্থ্যঝুঁকি আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বিশ্বের কোথাও অনুমোদন না পেলেও গোল্ডেন রাইস অনুমোদনের তোড়জোড় চলছে দেশে। বাংলাদেশ এখন পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। এটার কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা কী সরকারের আছে? এখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাপের বিষয়টি জড়িত। তাছাড়া দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। ড. এম এ সোবহান বলেন, এর পেছনে বাণিজ্য রয়েছে। প্রকৃতির ওপর জোর করা হলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। ভুট্টার জিন ধানে যুক্ত করা হচ্ছে, গোল্ডেন রাইস করা হয়েছে, অথচ ভুট্টা খেলেই হয়।

বদরুল আলম বলেন, বীজ ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষণ করে কৃষক। এখন সেই বীজ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানি। দেশের ৭৮ ভাগ জমির উর্বরতা কমে গেছে। খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক সংগঠন বলছে, একর প্রতি যে পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের কথা, তার চেয়ে ২০ গুণ বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিক খাদ্য ফলানোর নামে আমরা কী করছি প্রকৃতির সঙ্গে।

জিএম ধান বা গোল্ডেন রাইসের স্বাস্থ্যঝুঁকিসংক্রান্ত অবহিতকরণে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় —ইত্তেফাক